পল ও এ যুগের বাণীপ্রচারকদের প্রেরণ কাজ

– লরেন্স লোকাভালী গোমেজ

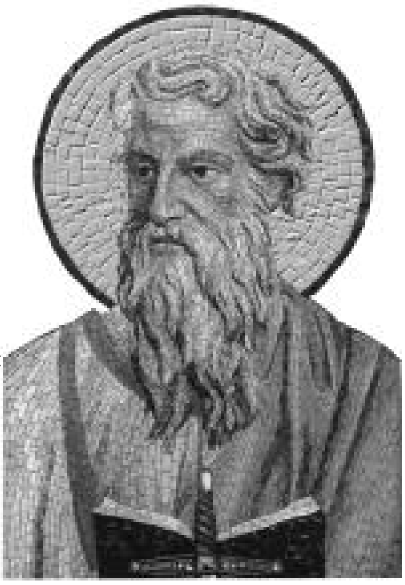

ভূমিকা

সাধু পল হলেন খ্রীষ্টমণ্ডলীর একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন মণ্ডলীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী প্রচারকদের একজন। শুধু তাই নয়, বলা যায় যে, নতুন নিয়মের প্রায় অর্ধেকই সাধু পলের দ্বারা লেখা হয়েছে। তাই তাঁর গুরুত্ব এবং অবদান আমাদের মণ্ডলীতে অপরিসীম। তিনি যে খ্রীষ্টকে অপরিসীমভাবে ভালবাসতেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর জীবনের দিকে তাকালে। আমরা তাঁর পত্রাবলীতে দেখি যে, তিনি নিজের সম্পর্কে বিভিন্নভাবে পরিচয় দান করেন। তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন 'প্রেরণ সেবাকর্মী' হিসেবে। সাধু পল খ্রীষ্টের সেবাকর্মী হিসেবে নিজের পরিচয় দান করেন। শুধু সেবাকর্মীই নয় বরং তিনি নিজেকে খ্রীষ্টের ভৃত্য/দাস হিসেবে মনে করেন। আমরা এ প্রমাণ পাই তাঁর বিভিন্ন পত্রে। সাধু পল মণ্ডলীর ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। কেবল বাণী প্রচার নয়, খ্রীষ্টবিশ্বাসের মূল শিক্ষা যেন বিশ্বাসী ভক্তদের অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত হয় সেজন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। খ্রীষ্টের জন্য কারাবরণ করেছেন, খ্রীষ্ট নামের জন্য যে-কোন নির্যাতন সহ্য করতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি খ্রীষ্টের জন্য শহীদ মৃত্যুবরণ করেছেন।

প্রথম অধ্যায়

সাধু পলের জীবন যাত্রা

পবিত্র শাস্ত্রীয় ভাষায় সাধু পল

সাধু পলের জন্ম পরিচয় 'আমি একজন ইহুদী। সিলিসিয়ার তার্সাস নগরে আমার জন্ম' (শিষ্যচরিত ২২:৩)। বলুন, আপনি কি সত্যিই রোমীয় নাগরিক? পল উত্তর দিলেন: হ্যাঁ (শিষ্যচরিত ২২:২৫-২৮)। 'যখন আমার বয়স ঠিক আট বছর, তখনই তো আমি পরিচ্ছেদিত হয়েছিলাম; ইস্রায়েল জাতির মানুষ আমি বেঞ্জামিন -গোষ্ঠীতেই আমার জন্ম। আমি হিব্রু বংশের খাঁটি হিব্রু সন্তান। বিধান পালনের কথাই যদি বল, আমি ছিলাম একজন ফরিসি' (ফিলিপ্পীয় ৩:৫)। 'সত্যিই প্রেরিতদূতের মধ্যে আমি সবচেয়ে নগণ্য' (১করি১৫:৯)। 'পল একদিন তাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করলেন। তারা তাঁবু তৈরী করার কাজ করতেন। একই পেশা ছিল বলে পল তাঁদের বাড়ীতেই থেকে গেলেন' (শিষ্যচরিত ১৮:৩)।

পলের শৈশবকাল

সাধু পল জন্মসূত্রে রোমীয় নাগরিক (শিষ্যচরিত ২২:২৮), কারণ তাঁর বাবা ছিলেন রোমীয়। তাঁর জীবন মূলত গ্রীক, রোমান ও ইহুদী সমাজ দ্বারা বেশী প্রভাবান্বিত হয়েছে। বলা যায়, তিনি পরিবার থেকেই ভক্তি বিশ্বাস

লাভ করেন। প্রায় ৬ বছর বয়সে পল সমাজগৃহের বিদ্যালয় থেকে ধর্মশাস্ত্র এবং হিব্রু পড়াশুনা করেন। তিনি জেরুসালেমে গামালিয়েল নামে একজন রাব্বির কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়া তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে তাঁবু তৈরীর কাজ শিখেছেন।

পলের জীবনবৃত্তান্ত

"জন্মকাল ৫-১০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়। জেরুসালেমে বিধান আচার্য গামালিয়েলের কাছে ইহুদী ধর্মশিক্ষা গ্রহণ: ৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ৩৪-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ। দামাস্কাস ও আরব দেশে অবস্থান : ৩৭-৩৯ খ্রীষ্টাব্দ। ১৫দিন জেরুসালেমে অবস্থান : ৪০খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়। তার্সাসে অবস্থান ৪০-৪৪খ্রীষ্টাব্দে। এক বছর ধরে বার্ণাবাসের সঙ্গে আন্তিয়োখ নগরে বাণী প্রচার : ৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম প্রচার যাত্রা : ৪৫-৪৯ খ্রীষ্টাব্দ (শিষ্যচরিত ১৩:১-১৪:২৮)। জেরুসালেমের মহাসভা : ৪৯ খ্রীষ্টাব্দ (শিষ্যচরিত ১৫:১-৩৫)। দ্বিতীয় প্রচারযাত্রা : ৪৯-৫২ খ্রীষ্টাব্দ (শিষ্যচরিত ১৫:৩৬-১৮-২২)। আঠারো মাস ধরে করিন্থ নগরে বাণী প্রচার ৫০-৫২ খ্রীষ্টাব্দ। ১–২ থেসালোনিকীয় ধর্মপত্র রচনা ৫১খ্রীষ্টাব্দ। তৃতীয় প্রচারযাত্রা ৫৩-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ (শিষ্যচরিত ২১২:২৭-২৮:৩১)। সীজারিয়া বন্দী পল ৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দ, বন্দী পলের রোম যাত্রা ৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দ। কলসীয়, ফিলেমন, এফেসীয়, ফিলিপ্পীয় ধর্মপত্র রচনা ৬১-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। পলের শেষ প্রচারযাত্রা ৬৩-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। ১ম তিমথি আর তীত ধর্মপত্র রচনা ৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ মাসিডন থেকে। রোমে পলের দ্বিতীয় বন্দিত্বকাল ৬৬ বা ৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রোম নগরে যীশুর অক্লান্ত ও উদ্যোগী শিষ্য খ্রীষ্টের সাক্ষীরূপে জীবন বিসর্জন দিলেন। ধর্মশহীদ পলের রক্তে সিক্ত হয়ে অঙ্কুরিত মণ্ডলী এক বৃহদায়তন বৃক্ষে শোভিত হয়ে উঠল"।

পলের মানবীয় গুণাবলী

'পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে সাধু পলের মনপরিবর্তন, তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রচারযাত্রা, বিভিন্ন স্থানে বাণী প্রচার, কারাবরণ, বিভিন্ন মণ্ডলীকে দিগ্‌নির্দেশনা প্রভৃতি। প্রেরিতদূতদের এক বৃহদায়তন বৃক্ষে শোভিত হয়ে উঠল'।

পবিত্রতা : ধ্বংসাত্মক কাজ কখনো কাউকে পবিত্র করে না। কিন্তু একজন ইহুদী হিসেবে পলের জন্য সেই কাজ করাই যেন বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু তিনি খ্রীষ্টের সাক্ষাতে রূপান্তরিত নতুন মানুষে পরিণত হন। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন : "খ্রীষ্টের সঙ্গে আমিও এখন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছি। তাই এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবিত আছেন" (গালা ২:২০)। এছাড়াও খ্রীষ্ট নামের জন্যে কষ্টভোগ করার ব্যাপারে তাঁর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা : "আমরা তো সব ব্যাপারেই যথেষ্ট ধৈর্য দেখিয়ে থাকি। স্বীকার করি যত ক্লেশ, দুর্গতি, সঙ্কট; যত প্রহার, কারাবাস, যত দাঙ্গা-হাঙ্গামা; স্বীকার করি বহু পরিশ্রম, রাত্রি-জাগরণ আর অনাহার। আমরা যে পরমেশ্বরের সেবাকর্মী, তা আমরা দেখাই আমাদের শুচিতায় ও ধর্মজ্ঞানে, আমাদের সহিষ্ণু ও সহৃদয় ব্যবহারে, আমাদের অন্তরের পবিত্রতায় ও ভালবাসার অকপটতায়" (১করি ৬:৪-৬)। তিনি নিজে যেমন পবিত্র জীবন যাপন করেছেন ঠিক তেমনি অন্যদেরও তা করতে পরামর্শ দেন : "এখন তোমরা বরং নববেশরূপে পরিধান কর স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টকে। তোমাদের নিম্নতর স্বভাবটা চিন্তায়, তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার চিন্তায় তোমরা এখন আর মন দিয়ো না" (রোমীয় ১৩:১৪)।

সততা : সততা একটি গুণ। এই গুণ অর্জন করতে হলে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হয়। আর আমরা দেখতে পাই, সত্য বলে পল যা জেনেছেন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তা-ই আঁকড়ে ধরেছেন। তিনি সত্যের সাধনাই কেবল করেননি, সত্য শিক্ষাও দিয়ে গেছেন : "তাই বলছি, মিথ্যাকে বর্জন করে তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের প্রতিবেশীর কাছে সত্য কথাই বল; কেন না পারস্পরিক সম্পর্কে আমরা তো অঙ্গপ্রতঙ্গেরই মতো" (এফে ৪:২৫)।

বিশ্বস্ততা : পল ছিলেন মঙ্গলবাণীর বিশ্বস্ত সেবক। নিজ জীবন বিপন্ন ক'রেও তিনি মঙ্গলবাণীর জন্য কাজ করেছেন। বার বার তাঁর প্রৈরিতিক শিষ্যত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছে, কিন্তু তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বার বারই বলেছেন, স্বয়ং যীশুই তাঁকে মনোনীত করেছেন এবং তাঁর কাজ

করাই তাঁর একমাত্র কর্তব্য। বিশ্বাসের গুণে মানুষ এমন শক্তি পায় যার দ্বারা ঈশ্বর যে সমস্ত সত্য প্রকাশ করেছেন সেই সত্যকে সে গ্রহণ করে। কারণ বিশ্বাস একটি ঐশ্বরিক গুণ। বিশ্বাস মন পরিবর্তন ও খ্রীষ্টীয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপ।

কষ্টভোগী সেবক : সত্যিকারভাবেই পল একজন কষ্টভোগী সেবক। তিনি তাঁর আপনজনদের ত্যাগ ক'রে খ্রীষ্টকে প্রচারের জন্যে মাইলের পর মাইল পথ পরিক্রমণ করেছেন। ভিন্ন ভাষা-ভাষী, ভিন্ন কৃষ্টির মানুষের কাছে গিয়ে খ্রীষ্টকে প্রচার করা সহজ বিষয় নয়। প্রায় অসাধ্য এই কাজটিও তিনি করেছেন। খ্রীষ্ট নামের জন্য কারাভোগ করেছেন, অপমানিত হয়েছেন, হয়েছেন লাঞ্ছিত। তবু তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। এত কষ্টের মাঝেও তিনি বলেন, "তোমাদের জন্যে আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি কিন্তু আনন্দই পাচ্ছি। যে দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করতে খ্রীষ্টের এখনও বাকী আছে, আমি তো এই ভাবে আমার নিজের দেহেই তা সাধ্যমত পূরণ করে দিচ্ছি তাঁরই দেহের জন্যে, অর্থাৎ মণ্ডলীর জন্যে। স্বয়ং পরমেশ্বরই আমাকে এই মণ্ডলীর সেবাকর্মী ক'রে রেখেছেন"(কল ১:২৪-২৫)।

"ইহুদীরা আমাকে পাঁচ পাঁচবার মোট ঊনচল্লিশবার কশাঘাত করেছে; তাছাড়া তিন তিনবার আমাকে বেত মারা হয়েছে; এমন কি একবার পাথর ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তিনবার নৌকাডুবি হয়েছে আমার; অকুল সমুদ্রে ভেসেই আমাকে একবার একটি দিন একটি রাত কাটাতে হয়েছে। বহুবার পথযাত্রাও করেছি আমি; বিপন্ন হয়েছি নদীর বুকে; বিপন্ন হয়েছি শহরে, হয়েছি নির্জন প্রান্তরে, হয়েছি সাগরের বুকে; বিপন্ন হয়েছি ভণ্ড যত ধর্মভাইয়ের হাতে। কত পরিশ্রম, কত কঠিন কাজই না করেছি আমি! কতবার রাত জেগেছি আমি, হয়েছি ক্ষুধার্ত, পিপাসিত! বহুবার থেকেছি অনাহারে, সয়েছি শীতের কষ্ট আর বস্ত্রাভাব !" (২করি ১১:২৪-২৭)।

কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান : "আসলে আমি যে মঙ্গলসমাচার প্রচার করি, আমার তাতে গর্ব করবার কিছুই নেই, কেন না তা প্রচার না করে আমি পারি না। হায়রে আমি, মঙ্গলসমাচার যদি না প্রচার করি! নিজে থেকেই যদি তা করতাম, তবে অবশ্য পুরস্কারের কথা উঠত; তবে আমি তো নিজে থেকে তা করি না; আসলে আমার ওপর ন্যস্ত কর্তব্য বলেই তা করি" (১করি ৯:১৬-১৭)। এই কথা থেকে বুঝা যায়, পল তার কর্তব্য পালন করার জন্য কতটুকু নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তার কর্তব্যনিষ্ঠতার কথা বলেন : "... আমি আমাদের ধর্মের সবচেয়ে নিষ্ঠাবান সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য মেনেই এসেছি : একজন যথার্থ ফরিসির মতোই জীবন কাটিয়েছি আমি" (শিষ্য২৬:৫)।

সাহসী : "পল বন্দী অবস্থায়ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ইহুদী মহাসভায় যখন মহাযাজক আনানিয়াস পলকে আঘাত ক'রে তাঁর মুখটা বন্ধ করে দিতে বললেন, "পল তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : 'ওহে চুনকাম-করা দেয়াল, স্বয়ং পরমেশ্বর একদিন এই তোমাকেই আঘাত করবেন! তুমি এখানে বসে আছ কেন ? আমাকে আইনমতো বিচার করবে বলেই তো ! আর সেই তুমি কিনা আইন ভেঙে আমাকে আঘাত করবার হুকুম দিচ্ছ'?"(শিষ্য ২৩:৩)। খ্রীষ্টের পরিচয় লাভের পূর্বে পলের যে জীবনচিত্র জানা যায়, তাতে তাঁর সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন শক্তির উপর ভয় তাঁর ছিল না। অকুতোভয় সৌল তখন খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের যে কোন মূল্যে ধ্বংসই করতে চেয়েছিল।

জ্ঞানী : গামালিয়েলের শিষ্য সৌল জ্ঞানের দিক থেকে যে কোন ইহুদীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার যোগ্যতা রাখে। শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান। তিনি বার বার পুরাতন নিয়মের অনেক কথা নিয়ে এসেছেন : "বিধানগ্রন্থে তো লেখা-ই আছে : 'ভিন ভাষাভাষী মানুষের মুখ দিয়ে, ভিনদেশী মানুষেরই মুখ দিয়ে আমি এবার এই জাতির মানুষকে আমার কথা শোনাব, অথচ তারা কিন্তু আমার কথায় কান দেবে না!' এই কথা বলছেন স্বয়ং প্রভু" (১করি১৪:২১)। আর ইহুদী আইন-কানুন সম্বন্ধে তিনি সর্বজ্ঞ। এছাড়াও হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারতেন : "পল তখন সেখানে সেই সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়েই হাতের ইশারায় সকলকে চুপ করতে বললেন। তখন সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি এবার হিব্রু ভাষায় বলতে শুরু করলেন" (২করি ১২:৪)। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা তোমাদের

সবার চেয়ে আমার তো বেশীই আছে" (১করি ১৪:১৮)।

কৌশলী : পল ছিলেন অত্যন্ত কৌশলী স্বভাবের মানুষ। কোন কিছু বলার বা করার পূর্বে স্থানকালপাত্র সম্বন্ধে গভীর পর্যবেক্ষণ করে নিতেন। সেজন্যেই বোধ হয় খ্রীষ্টবিরোধী শক্তির ব্যাপকতা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে দীর্ঘ সময় খ্রীষ্টবাণী প্রচার করা সম্ভব হয়েছিল। খ্রীষ্টবাণী যেন লোকদের কাছে সহজেই গ্রহণীয় হয়, সেজন্যও তিনি এথেন্সবাসীদের কাছে চমৎকার কৌশল অবলম্বন করেন : "আপনাদের এই শহরে ঘুরতে ঘুরতে আমি যখন আপনাদের নানা পুণ্যনির্মিতি লক্ষ্য করে দেখছিলাম, তখন এমন একটি বেদীও আমার চোখে পড়ল, যার গায়ে লেখা আছে : 'এক অজ্ঞাত দেবতার প্রতি নিবেদিত'। তাই শুনুন : যাঁকে আপনারা না জেনেও ভক্তি করেন, আমি এখন তাঁর কথাই আপনাদের সকলকে জানিয়ে দিচ্ছি !" (শিষ্য ১৭:২৩)।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী : পল কখনো অন্যায়ের কাছে আপোস করেননি। এমনকি পিতরের অন্যায় আচরণও তিনি সহ্য করেননি : "তবে পিতর যখন পরে আন্তিয়োখ নগরে এসেছিলেন, আমি তখন তাঁর মুখের ওপর একবার প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম, কারণ তাঁর আচরণ তখন নিঃসন্দেহে অন্যায় হয়ে উঠেছিল" (গালা ২:১১)।

পরিশ্রমী : মঙ্গলসমাচার প্রচারের জন্য সাধু পল কখনো ক্লান্ত বোধ করেননি : "এই উদ্দেশ্যে নিয়েই তো কঠোর পরিশ্রম করি আমি : খ্রীষ্টের যে-কর্মশক্তি আমার অন্তরে প্রবল প্রেরণা জাগায়, সেই শক্তির সাহায্যে আমি প্রাণপণ সাধনাই ক'রে চলি" (কল১:২৯)। এমনকি নিজের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিজেই বহন করতেন এবং অন্যদেরকেও তা করতে উৎসাহিত করতেন : "ভাই, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে আমরা তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, যারা অলসতায় দিন কাটাচ্ছে, যে-নীতি তোমরা আমাদের কাছ থেকে শিখেছ, সেই নীতি যারা মেনে চলছে না, সেই সব ভাইকে তোমরা বরং এড়িয়েই চল। তোমরা নিজেরাই তো জানো, কেমনভাবে আমাদের মতেই তোমাদের জীবন কাটানো উচিত। তোমাদের কাছে থাকতে আমরা কখনো কোন রকম অলসতা করিনি। কাউকে দান না দিয়ে তার কাছ থেকে খাবারও নিইনি কখনো; বরং বহু পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই সেই সময় দিন-রাত কাজ করেছিলাম আমরা, যাতে তোমাদের কারও গলগ্রহ না হই। ... তাই আমরা যখন তোমাদের ওখানে ছিলাম, তখন তোমাদের এই নির্দেশ দিয়েছিলাম : যে কাজ করতে চাইবে না, সে খেতেও পাবে না" (২থেসা ৩:৬-১০)।

দক্ষ পরিচালক : পল বাণী প্রচার এবং খ্রীষ্টে দীক্ষিত করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি যেখানেই খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করেছেন, সেখানেই লোকেরা যত্নশীল ছিলেন যাতে খ্রীষ্টবিশ্বাসকে হারিয়ে না ফেলে এবং ভ্রান্ত শিক্ষাদানকারীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন : "তাই বলছি, তোমরা যখন যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু বলেই গ্রহণ করেছ, তখন তাঁরই পথে এগিয়ে চল তোমরা। তাঁরই আশ্রয়ে স্থিতমূল হয়ে থাক, তাঁকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠ; যে-বিশ্বাসে তোমরা দীক্ষিত হয়েছ, তাতেই অটল হয়ে থাক; তোমাদের অন্তর উচ্ছল হয়ে উঠুক পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনে। তোমরা দেখো, যে-তত্ত্ববিদ্যা খ্রীষ্টকে নয়, বরং নিছক মানবীয় মতধারাকেই মেনে চলে, জগতের সেই আদিম যত শক্তিকেই মেনে চলে, তেমন অসার তত্ত্ববিদ্যার মোহে কেউই যেন তোমাদের বশীভূত না করে !" (কল ২:৬-৮)।

সন্তান বৎসল : সাধু পল তিমথির কাছে লেখা পত্র দু'টিতে তাঁর সন্তানবাৎসল্যের পরিচয় দিয়েছেন। পিতা যেন আবেগ জড়িত হৃদয়ে পুত্রকে দিক নির্দেশনা দান করছেন। উভয় পত্রই তিনি শুরু করেন এই সম্ভাষণ জানিয়ে : "আমাদের ত্রাণকর্তা পরমেশ্বর এবং আমাদের আশাস্থল খ্রীষ্ট-যীশুর আদেশ অনুসারে খ্রীষ্ট-যীশুরই প্রেরিতদূত এই যে-আমি, পল, এই পত্র লিখছি, তিমথি, তোমারই কাছে, যে-তুমি বিশ্বাসসূত্রে আমার যথার্থ সন্তান" (১তিমথি ১:১-২)। পিতা যেমন তাঁর পুত্রকে উপদেশ দেন, সম্ভাব্য সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং ভবিষ্যতের নির্দেশনা দান করেন, পল সেভাবেই তিমথিকে নির্দেশনা দান করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধু পলের প্রচার জীবন

বাণী প্রচার কি ও তার উৎস

দীক্ষাস্নান দ্বারা খ্রীষ্টমণ্ডলীর সকল সদস্য-সদস্যা জগতের বুকে বাণীপ্রচার কার্যে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত হওয়ার জন্য আহূত। সহজ ভাষায় বলতে পারি, বাণীপ্রচার হল মানুষের কাছে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের পরিচয় তুলে ধরা। এই বাণীপ্রচারের সঙ্গে জড়িত ধর্মশিক্ষা দান কাজে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত হওয়ার লক্ষ্যে একটি সত্যিকার খ্রীষ্টীয় আধ্যাত্মিকতাকে জীবনের ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকসমূহকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বাণীপ্রচার মানব পরিবারের প্রত্যেক সদস্য-সদস্যা এবং সমসাময়িক সংস্কৃতির অভিমুখে চালিত। যার লক্ষ্য হল, খ্রীষ্টের প্রচার আদর্শ ও নির্দেশ। যারা পূর্বে কখনো মঙ্গলসমাচার শোনেনি বা বোঝেনি তাদের সকলকে খ্রীষ্টেতে দীক্ষিত করা। সুতরাং, খ্রীষ্ট যীশুতেই বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁতে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্যে নিজেদের উন্মুক্ত করতে তাদের অনুপ্রাণিত করা। এভাবে, একদিন সকলেই খ্রীষ্টের অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। বাণীপ্রচার ব্যতীত খ্রীষ্টবিশ্বাসীর জীবনে পূর্ণতা আসে না। অতএব, দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা প্রাবক্তিক ভূমিকা অর্জন করে থাকি।

প্রচারক হিসেবে সাধু পল

পলের কাজ হল মঙ্গলসমাচার প্রচার করা। প্রভু যীশু ও প্রেরিত শিষ্যগণ যত না প্রচার ও মফঃস্বল করেছেন তাদের চেয়ে অনেক বেশী সাধু পল মফঃস্বলের মধ্য দিয়ে বাণীপ্রচার এবং দীক্ষিত করেছেন। মণ্ডলী পরিচালনার জন্য একজন বিশেষ ব্যক্তিকে মনোনীত করে দায়িত্বভার দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় বাণী প্রচার করে মণ্ডলী স্থাপন করেছেন। যেমন রোমীয়, গালাতীয়, এফেসীয়, করিন্থীয়, কলসীয়, ফিলিপ্পীয় ও থেসালোনিকীয় ইত্যাদি। তিনি শুধু মফঃস্বলের মাধ্যমে বাণী প্রচার করেননি বরং তার অনুপ্রেরণামূলক শক্তিশালী লেখনী দ্বারা বাণী প্রচার এবং শিক্ষা দিয়েছেন। বিশ্বাস টিকিয়ে রাখতে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তার পত্রগুলো পড়লে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, তিনি কত কষ্ট করেই না মফঃস্বল করেছেন। আমরা পলের জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাই, বাণী প্রচারের জন্য কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে, বাণী প্রচারের জন্য কি কি ঝুঁকিপূর্ণ সমস্যা আসতে পারে বা কি কি বিপদ হতে পারে, কিভাবে মোকাবিলা করা যায় তা সাধু পল পত্রের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দেন।

সাধু পলের প্রেরণকার্য

একদিন রাতের বেলায় প্রভু পলকে দর্শন দিয়ে বললেন : ভয় পেয়ো না ! বাণী প্রচার করে যাও তুমি, নীরব থেকো না। আমি তোমার সঙ্গে আছি।... কেউই তোমার ওপর হাত তুলে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ এই শহরে এমন অনেক মানুষই তো রয়েছে, যারা আমার অনুগামী! তাই পল দেড় বছর ধরে করিন্থ নগরে রয়ে গেলেন আর ঈশ্বরের বাণী সেখানকার মানুষের শুনিয়ে ধর্মশিক্ষা দিয়ে চললেন' (শিষ্যচরিত ১৮:৯-১১)।

'ঐশবাণী তোমার কাছেই–তোমার ওষ্ঠে, তোমার অন্তরেই রয়েছে। এখানে তো বিশ্বাসের সেই ঐশবাণীর কথাই বলা হয়েছে, যা আমরা প্রচার করে থকি' (রোমীয় ১০:১৪)।

'হায়রে আমি, মঙ্গলসমাচার যদি না প্রচার করি'। 'আর কেউ যদি বাণী প্রচার না করে, তাহলে তাঁর কথা তারা শুনতে পাবেই বা কী করে ? আর প্রেরিত না হলে কেউ বাণী প্রচার করবেই বা কেমন করে ? শাস্ত্রে তো লেখাই আছে : 'আহা, কতই না মধুর সেই মানুষটির পদধ্বনি, যে মানুষ মঙ্গলবার্তা বহন করে আনে!' (রোমীয় ১০:১৫)। সাধু পল এফেসীয়দের পত্রে ৪:১১-১২ পদে বলেন 'তাঁরই দেওয়া ক্ষমতায় কেউ কেউ হয়ে উঠেছে প্রেরিতদূত, কেউ কেউ প্রবক্তা, কেউ কেউ আবার মঙ্গলসমাচার প্রচারক কিংবা গণপালক বা শিক্ষাগুরু, যাতে পুণ্যজনেরা খ্রীষ্টীয় সেবাকর্মের জন্যে যথার্থই উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে আর এই ভাবে গড়ে তুলতে পারে খ্রীষ্টের সেই দেহটি'। এই কথাগুলো অন্তরের অন্তঃস্থলে ধ্যান করা দরকার। এই বাণীতেই প্রকৃত বাণী প্রচার কার্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

খ্রীষ্টকে প্রচার : জীবন বাস্তবতা

সাধু পল খ্রীষ্টকে নিজের জীবন বাস্তবতা দিয়ে প্রচার করেছেন। যখন যেখানে গিয়েছেন, সেখানকার মানুষের সাথে মিশে গিয়েছেন। কোন ভয়, দুঃখ-কষ্ট তাঁকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি সব সময় পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের ও তাঁর মঙ্গলবাণীর উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করেছেন ও খ্রীষ্টের মঙ্গলবাণী অন্যের কাছে প্রচার

করেছেন। "আমি যে মঙ্গলসমাচার প্রচার করি, আমার তাতে গর্ব করার কিছুই নেই, কেননা তা প্রচার না করে আমি পারি না" (১করি ৯:১৬)। মানব জাতির মুক্তি ও পরিত্রাণের জন্য তিনি আমৃত্যু পর্যন্ত বাণী প্রচার করেছেন। সমগ্র জীবনে খ্রীষ্টকে ধারণ ও বহন করে প্রচার করেছেন। জীবন বাস্তবতায় খ্রীষ্টকে প্রচার যেন আজ আর জীবন্ত নয়। মানুষের কাছে বাণী প্রচারকারী সাধু পলের মতো জীবন্ত বাণী হয়ে উঠতে পারছি না। তাই আসল লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, ফলে বাণীপ্রচারও তার ফল যতটা সুদূরপ্রসারী হওয়ার কথা তা আর হচ্ছে না, আর এই ভাবেই বাণীপ্রচার তথা খ্রীষ্টকে প্রচার ব্যাহত হচ্ছে। সমস্ত সমস্যা, সংকট, প্রলোভন, লজ্জা ও ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে খ্রীষ্টের জীবন্তবাণী মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে নির্ভীক চিত্তে। আর তখনই সার্থক হবে আমাদের বাণীপ্রচার।

সাধু পলের বাণী প্রচার

মণ্ডলীর শুরুতে যদি আমরা একটু তাকাই তাহলে দেখি যে, বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে যারা সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেছেন বা প্রভুর বাণী বিস্তারের জন্য কাজ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সাধু পল। তিনি খ্রীষ্টকে অর্থাৎ মঙ্গলবাণী প্রচার করার জন্য অনেক প্রচার যাত্রা করেছেন এবং মঙ্গলবাণী প্রচারের জন্য পায়ে হেঁটে সবচেয়ে বেশী এলাকা পরিভ্রমণ করেছেন। সাধু পল বলেন, '... হায়রে আমি, মঙ্গলসমাচার যদি না প্রচার করি' (১করি৯:১৬)। অর্থাৎ মুক্তির কাজ ঘোষণা করা, যে কাজ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছে এবং পুত্র যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে। মঙ্গলবার্তায় সাধু পল সার সংক্ষেপে রোমীয়দের কাছে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করে বলেন, "আমি, খ্রীষ্ট যীশুর সেবক, ঐশ আহ্বানে প্রেরিতদূত পল তোমাদে কাছে এই পত্র লিখছি। পরমেশ্বর তাঁর মঙ্গলসমাচার প্রচারের জন্যে আমাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছেন" (রোমীয় ১:১)। তিনি পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের কথা সর্বদা প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, "খ্রীষ্ট যদি পুনরুত্থিত না-ই হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বাণী-প্রচারও অর্থহীন, তোমাদের বিশ্বাসও অর্থহীন" (১করি ১৫:১৪)। এজন্যই পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট হলেন তার জীবনের চরম ও পরম পাওয়া। তাই তিনি বলেছিলেন, "আমি স্থির করেই রেখেছিলাম, তোমাদের মধ্যে থাকার সময় আমি একমাত্র যীশু খ্রীষ্টের কথা, ক্রুশবিদ্ধ যীশু খ্রীষ্টের কথা ছাড়া আর অন্য-কিছুই মনে রাখব না" (১করি ২:২)।

সাধু পলের জীবনে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের অর্থ

সাধু পল ছিলেন খ্রীষ্টের একজন বাণীপ্রচারক। তাঁর প্রচারের মূল কথা খ্রীষ্টের পুনরুত্থান। তাঁর লেখা পত্রাবলী পাঠ করলেই আমরা তা দেখতে পাই। তিনি পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের কথা প্রচার করেছেন। এজন্যই তিনি বলেছেন, "খ্রীষ্ট যদি পুনরুত্থিত না-ই হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বাণী প্রচারও অর্থহীন, তোমাদের বিশ্বাসও অর্থহীন" (১করি ১৫:১৪)। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ঘোর খ্রীষ্টবিরোধী, আর দামাস্কাসের পথেই পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের দর্শন লাভ করে তিনি হয়ে উঠেন একজন আদর্শ বাণীপ্রচারক। পুনরুত্থিত খ্রীষ্টই হচ্ছেন তার জীবনের চরম এবং পরম পাওয়া। এজন্যই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের এবং পুনরুত্থানের কথা বলেছেন সকল জাতির মানুষের কাছে। তাঁর জীবনে খ্রীষ্ট যখন পুনরুত্থান করেননি, তিনি তখন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছেন। কিন্তু যখনই খ্রীষ্ট তাঁর জীবনে পুনরুত্থান করেছেন তখনই তিনি খ্রীষ্টের কথা প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। খ্রীষ্ট যে পুনরুত্থান করেছেন –এ কথা আমরা যেন অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি, তেমনি অন্যকে বিশ্বাস করতে অনুপ্রাণিত করতে পারি। কারণ খ্রীষ্টের পুনরুত্থানই আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি। আর সত্যিকারভাবে সাধু পলের জীবনেও প্রতিটি পদক্ষেপে তা প্রমাণিত হয়েছে। যিনি কখনও খ্রীষ্টকে জানতেন না, চিনতেন না এবং বিশ্বাসও করতেন না, সেই পলের জীবনেই খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের অর্থ আজ উজ্জ্বল আলোর ন্যায়। ঠিক তেমনিট ভাবেই প্রতিটি খ্রীষ্টভক্তের জীবনেও খ্রীষ্টের পুনরুত্থান যেন অর্থপূর্ণ ও প্রজ্জ্বলিত হয়।

সাধু পলের জীবন ও প্রচারে ক্রুশবিদ্ধ যীশুই শক্তি ও প্রেরণা

তখনও সৌল প্রভুর শিষ্যদের হুমকি দিয়ে বলে বেড়াচ্ছেন যে, তিনি তাদের শেষ করে দেবেন" (শিষ্য ৯:১)। খ্রীষ্টভক্তদের অত্যাচার-নির্যাতন করাই ছিল সৌলের প্রধান কাজ। এই উদ্দেশ্যেই তিনি দামাস্কাসে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পথে পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট অলৌকিক ভাবে

তাঁকে দর্শন দান করেন এবং তাঁর জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটান। তিনি সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ হয়ে উঠেন। সৌলের জীবনে এই পরিবর্তন এবং যীশুকে ঈশ্বর পুত্র বলে গ্রহণ, ধারণ, বহন ও প্রচার করার প্রেরণা, উদ্যম ও শক্তি নিঃসন্দেহে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের আশীর্বাদ। খ্রীষ্ট তাঁর জীবনকে এমন ভাবে স্পর্শ করেছেন যে, খ্রীষ্টকে ছাড়া তাঁর জীবন ছিল অর্থহীন।

রোমীয়দের কাছে পত্রে তিনি লিখেছেন, "আমি খ্রীষ্ট যীশুর সেবক...ঈশ্বর তাঁর মঙ্গলসমাচার প্রচারের জন্য আমাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন (রোমীয় ১:১)। সাধু পলের এই উক্তির মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পারি খ্রীষ্টবাণী প্রচারে তিনি কতটা নিবেদিতপ্রাণ হয়েছিলেন। তিনি বিজাতীয়দের কাছে বাণী প্রচার করতে খ্রীষ্ট কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে, তিনি অন্যান্য প্রেরিতদূতদের থেকে বেশী জায়গা ভ্রমণ করে বাণী প্রচার করেছেন – আর তাঁর প্রচারের কেন্দ্রই ছিল ক্রুশবিদ্ধ সেই পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট। করিন্থীয়দের কাছে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আমরা কিন্তু প্রচার করি সেই ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকেই" (১করি ১:৩২)। ফিলিপ্পীয়দের কাছে তিনি একই কথা প্রচার করেছেন – 'তিনি মৃত্যু এমনকি ক্রুশেই মৃত্যু মেনে নিলেন' (ফিলি ২:৮)। এভাবে সাধু পল বিভিন্ন বিধর্ম জাতি-গোষ্ঠির কাছে ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করেছেন। আর এই প্রেরণা ও শক্তি তিনি পেয়েছেন খ্রীষ্টের কাছ থেকে।

তৃতীয় অধ্যায়

এ যুগের বাণী প্রচারকদের প্রেরণ কাজ

বাণী প্রচারের গুরুত্ব

বাণী প্রচার করা স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আদেশ। সাধু মথি রচিত মঙ্গলসমাচারে তিনি বলেছেন, "সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা, ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার – নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও" (মথি ২৮:১৯-২০ক)। পিতা চান পৃথিবীতে বাণী প্রচারিত হবে, লোকেরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠবে এবং দীক্ষাস্নাত হয়ে নতুন মানুষ হয়ে উঠবে। এই কারণেই যীশু খ্রীষ্ট নিজেই পিতার দেওয়া সুসমাচার এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, এক শহর থেকে আরেক শহরে পায়ে হেঁটে ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, "আমি এসেছি যাতে মানুষ জীবন পায়, পুরোপুরিভাবেই পায়" (যোহন ১০:১০খ)। বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ তার পরিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারছে না। সমাজের নানা নিয়ম-নীতি, মতবাদ এবং ভোগবাদের দ্বারা মানুষ আজ নানাভাবে দিগ্‌ভ্রান্ত পালকবিহীন মেষপালকের মতো। সমাজের এই রকম এক অন্ধকার দিক থেকে মানুষকে আলোতে নিয়ে আসার দায়িত্ব প্রত্যেক দীক্ষাপ্রাপ্ত খ্রীষ্টভক্তকে দেওয়া হয়েছে। মানুষের জন্ম হয়েছে প্রথমত ঈশ্বরকে জানার জন্য এবং তাকে ভালবাসার জন্য। যীশু বলেছেন, "পিতা...এটিই অনন্ত জীবন : তারা তোমাকে অনন্য সত্য ঈশ্বরকে এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যীশু খ্রীষ্টকে জানবে। ত্রাণকর্তা ঈশ্বর চান : 'সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পায় ও সত্যের পূর্ণজ্ঞান পৌঁছতে পারে'। খ্রীষ্ট দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণই যদি যীশুকে ও যীশুর বাণীকে প্রচার না করে তবে মানুষ সত্য ঈশ্বরকে জানতে পারবে না, তাঁকে ভালবাসতে পারবে না। ফলে সে পরিত্রাণ হতে বঞ্চিত হবে এবং সত্যের পূর্ণ জ্ঞানে পৌঁছতেও পারবে না। এই জন্যেই সর্বাগ্রে বাণী প্রচার করতে হবে গ্রামে, গঞ্জে, শহরে সর্বোপরি সারা পৃথিবীতে।

প্রেরণকর্ম

প্রেরণ অর্থ এক নির্দিষ্ট কাজের জন্য কাউকে পাঠানো। প্রেরণ কাজ হচ্ছে, যীশুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করা এবং তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করা। আবার অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, যারা খ্রীষ্টের নামে দীক্ষা নিয়ে জগতের মাঝে বিভিন্নভাবে খ্রীষ্টকে অন্যের মাঝে তুলে ধরেন, এই তুলে ধরার প্রক্রিয়াই হলো প্রচার বা প্রেরণ কাজ। এই প্রেরণ কাজ হলো খ্রীষ্টকেন্দ্রিক, অর্থাৎ বাণীর কাজ। এই কাজের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে পবিত্র আত্মা। পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর মাধ্যমে ও মণ্ডলীর দ্বারা মানুষের অন্তরে ও জগতের ইতিহাসে প্রেরণ কাজের অতীন্দ্রিয় ও মূল শক্তি হিসেবে কাজ করে। খ্রীষ্ট মানব জাতিকে তার জীবনের সর্বোচ্চ আহ্বানে সাড়া দিতে

আলো ও শক্তি দান করে। পবিত্র আত্মার বিশ্বাসের গুণে মানুষ ঐশ পরিকল্পনার রহস্য ধ্যান করতে ও তাঁর ভালবাসা বুঝতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার আলোকে প্রেরণ কাজ

ভাটিকান মহাসভার আলোকে প্রেরণ কাজ হলো সব মানুষের কাছে মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করা কারণ এটি হচ্ছে, মুক্তির সার্বজনীন সংস্কার। মুক্তির সংস্কার হিসেবে মণ্ডলী ঈশ্বর কর্তৃক জাতিগণের নিকট প্রেরিত। তারা প্রতিষ্ঠাতার আদেশের প্রতি বাধ্য আর এই সার্বজনীনতাই প্রেরণকাজ থেকে দাবী করে। প্রেরিত শিষ্যগণ, যাদের উপর ভিত্তি করে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা তারা খ্রীষ্টের আদর্শ অনুসরণ করে সত্যের বাণী প্রচার করেছেন ও মণ্ডলী স্থাপন করেছেন। এ কাজ চালিয়ে যাওয়া তাদের উত্তরাধিকারীদের দায়িত্ব যাতে প্রভুর বাণী দ্রুত বিস্তার লাভ করতে পারে।

বাণী প্রচারকের প্রচার কাজ

বর্তমান জগতে একজন প্রচারক হচ্ছেন, যিনি বা যারা আত্মত্যাগ, কষ্ট ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খ্রীষ্টের প্রাবক্তিক চিহ্ন হিসেবে সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তারাই প্রেরণ কাজের উত্তম দৃষ্টান্ত। তারা বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বন করে খ্রীষ্টকে অন্যের মাঝে প্রচার করে যাচ্ছেন, যেমন :

জীবন সাক্ষ্যদান : একজন প্রেরণকর্মীর জীবনই হচ্ছে বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশ, সুন্দর পরিবেশ ত্যাগ করে অন্যের কৃষ্টি ও ভাষাকে আপন করে নিয়ে খ্রীষ্টকে নিজ জীবনের মাধ্যমে অন্যদের মাঝে তুলে ধরছেন, যা খ্রীষ্টকে প্রচার করার একটি উত্তম উপায়।

স্থানীয় মণ্ডলী গঠন : স্থানীয় মণ্ডলী হচ্ছে সার্বজনীন মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্র। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে এ যুগের প্রেরণকর্মী অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের প্রচারকাজের লক্ষ্যই স্থানীয় মণ্ডলী গঠন করা। সেজন্য প্রেরণকর্মী বাণী প্রচারের জন্য নিজেদের কথা না ভেবে স্থানীয়ভাবে মণ্ডলী গঠনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

পালকীয় যত্ন দান : একজন প্রেরণকর্মী শুধু খ্রীষ্টভক্তদেরই যত্ন নেন না বরং অন্যান্য জাতির লোকদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে, নিজেদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে তাদের পালকীয় যত্ন নিয়ে থাকেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে লোকদের পরামর্শ ও সান্ত্বনা দিয়ে তাদের জীবন পথে চলতে সাহায্য করেন এবং একজন প্রেরণকর্মী হিসেবে সকলের কাছে খুব সহজে গ্রহণীয় হয়ে উঠেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি বা তারা খ্রীষ্টকে প্রচার করে থাকেন।

শিক্ষাদান : যে-কোন দেশে, কোন জাতির জীবনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে অন্যতম, বর্তমান মণ্ডলী বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন পরিবেশের, বিভিন্ন কৃষ্টির, বিভিন্ন ধর্মের লোকজন আসার সুযোগ পায়। ফলে তারা প্রেরণা কর্মীদের জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টকে দেখতে পায়, খ্রীষ্টের কাজ সম্পর্কে জানতে পারে। একজন প্রেরণকর্মী শিক্ষা ক্ষেত্রে বাণীপ্রচারের বাহক হয়ে উঠে এবং তাদের জীবন হয়ে উঠে খ্রীষ্ট প্রচারধর্মী।

এ যুগে প্রেরণ কাজে খ্রীষ্টভক্তদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা

বর্তমান বাস্তবতায় একজন খ্রীষ্টভক্ত বিভিন্নভাবে বাণী প্রচার কাজে অংশগ্রহণ করছেন।

ধর্মশিক্ষক হিসেবে : দীক্ষাস্নান গ্রহণের মধ্য দিয়ে সবাই বাণী প্রচারের দায়িত্ব লাভ করেছি। তাই একজন খ্রীষ্টভক্তও ধর্মশিক্ষক হিসেবে নিজ পরিবারে এবং আশেপাশের লোকদের নিকট সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা, সহভাগিতা ইত্যাদি প্রকাশের মাধ্যমে মঙ্গলবাণী প্রচারে অংশগ্রহণ করছেন।

পরিবার পরিদর্শন : বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় দেখা যায় যে, অধিকাংশ পরিবারেই অশান্তি, মনোমালিন্য, ঝগড়া-বিবাদ, অবিশ্বস্ততা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। তাই এই পরিস্থিতিতে পরিবার পরিদর্শন খুবই প্রয়োজন। ফাদার ও সন্ন্যাসব্রতী-

ব্রতিনীদের পাশাপাশি সাধারণ খ্রীষ্টভক্তগণও পরিবার পরিদর্শনের অংশগ্রহণ করছেন। পরিবারে এমন কিছু সমস্যা আছে যেগুলো অনেক সময় তারা ফাদার ও সন্ন্যাসব্রতী-ব্রতিনীদের কাছে বলতে সংকোচবোধ করে। তাই এই ক্ষেত্রে খ্রীষ্টভক্ত বিভিন্ন পরিবারে গিয়ে তাদের সমস্যাগুলো শুনে সুন্দর সমাধানের মাধ্যমে বাণী প্রচার কাজ করে যাচ্ছেন।

স্বাস্থ্যসেবা : বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে এখন খ্রীষ্টানদের অবদান অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছেন। বিভিন্ন ধর্মপল্লীর পাশাপাশি খ্রীষ্টান মেয়েরা ঢাকায় এবং আশেপাশের অনেক হাসপাতাল, ক্লিনিকে তাদের অবদান অনেক বেশী। তারা স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার পাশাপাশি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে সততা, বিশ্বস্ততাপূর্ণ আত্মত্যাগ, রোগীদের প্রতি বিশেষ দরদ ও ভালবাসা প্রকাশের মাধ্যমে অন্যের নিকট মঙ্গলবাণী প্রচার করে যাচ্ছেন।

শিক্ষাসেবা : খ্রীষ্টভক্তগণ মণ্ডলীর সহায়তায় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে খ্রীষ্টান ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মবলম্বী বিশেষ করে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধসহ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যই সমানভাবে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে যাচ্ছেন। আর এ ক্ষেত্রে ফাদার ও সন্ন্যাসব্রতী-ব্রতিনীদের পাশাপাশি খ্রীষ্টভক্তগণও তাদের জীবনাদর্শ দিয়ে মঙ্গলবাণী প্রচার করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ মণ্ডলীর প্রচার ক্ষেত্রে বা স্থানীয় যাজক ও ব্রতধারী-ধারিণীদের প্রেরণ কাজ

বাংলাদেশ মণ্ডলী হল একটি ক্ষুদ্র মণ্ডলী। যে মণ্ডলীতে মিশে আছে অনেক মহান ব্যক্তিদের ত্যাগ ও রক্তবিন্দু। বিন্দু বিন্দু জল দিয়ে যেমন সাগর অতল গড়ে উঠে তেমনি বাংলাদেশ মণ্ডলীও অনেক ব্যক্তির আত্মত্যাগের বিনিময়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এই আত্মত্যাগ ও সাধনার ফলই হল একবিংশ শতাব্দীর পরিপক্ক মণ্ডলী। অন্ধকারের অজানা ভয়, প্রকৃতির প্রতিকূলতা ও জীবন মৃত্যুকে বাজি রেখে অনেক মিশনারীগণ এদেশে বাণী প্রচারের বীজ বপন করেছেন। খ্রীষ্টের নামে বহু মানুষকে দীক্ষিত করেছেন। শুধুমাত্র প্রচার করেছেন তা নয় বরং স্থানীয় জনগণকেও এ কাজে জড়িত করেছেন যেন একদিন ক্ষুদ্র মণ্ডলী পরিপূর্ণ মণ্ডলীতে পরিণত হতে পারে। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে বাণী প্রচারের ভিত্তি স্থাপন করেছেন মিশনারীগণ – এ কথা ধ্রুব সত্য কিন্তু তা বৃদ্ধি ও ত্বরান্বিত করার কাজ করেছে স্থানীয় মণ্ডলীর স্থানীয় যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ।

প্রচার ক্ষেত্র : মাণ্ডলিক জীবনে বাণী প্রচার বলতে শুধুমাত্র বাণী ঘোষণাকেই বুঝায় না, এটি মণ্ডলীর সদস্যদের আধ্যাত্মিক, মানসিক, সামাজিক আদর্শকে বুঝায়। পবিত্র বাইবেলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা যীশুর কাছ থেকেই বাণী প্রচারের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পাই। সুতরাং যাও : তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর (মথি ২৮:১৯)। বাণী প্রচারের সেবাকাজ বিভিন্ন উপায়ে পরিচালিত হয়ে আসছে। "মণ্ডলী সেই প্রেরিতশিষ্যদের সময়কাল থেকেই ঐশবাণীকে সবচেয়ে যথাযথ উপায়ে উপস্থাপন করার বাসনায় এই সেবাকাজকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিবেচনা করে আসছে। সাধু পল বলেন, "অন্য কাউকে নানা অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা, অন্য কাউকে প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করার ক্ষমতা, অন্য কাউকে নানা আত্মিক শক্তির স্বরূপ বিচার করার ক্ষমতা, অন্য কাউকে নানা অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, অন্য কাউকে আবার সব ভাষা বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা" (১করি ১২:১০-১১)। ঠিক একইভাবে বর্তমান মাতা মণ্ডলীতেও প্রচার কাজ বলতে শুধুমাত্র যীশুর নামে দীক্ষাস্নাত করা বা সরাসরি ঐশবাণী ঘোষণাকেই বুঝায় না বরং তা বিভিন্ন উপায়ে করা হয়।

বাংলাদেশ মণ্ডলী হল উর্ধ্বমুখী গতিশীল, অন্যের কাছে অনুকরণীয় মণ্ডলী। সংখ্যার দিক থেকে অল্প হলেও বিভিন্ন অবদান বা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এক বৃহৎ মণ্ডলী। যীশু যেমন বলেন, "তোমরা যেন এই পৃথিবীর নুনেরই মত" (মথি ৫:১৩ক)। বাংলাদেশ মণ্ডলী ক্ষুদ্র হলেও সবাইকে খ্রীষ্টের মূল্যবোধ ও শিক্ষা দ্বারা পচনের হাত থেকে রক্ষা করছে ও সকলের জীবনকে স্বাদযুক্ত করে তুলছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে মিশনারীদের সংখ্যা খুবই সীমিত। কিন্তু তবুও বাংলাদেশ মণ্ডলী এগিয়ে চলেছে এবং যুগ যুগ ধরে চলবে। কারণ যীশু নিজেই বলেন, "আর জেনে রাখ, জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি!" (মথি ২৮:২০খ)। আমি জগতের শেষ দিন পর্যন্ত আমার মণ্ডলীকে লালন পালন করব। পবিত্র

আত্মার বিশেষ কৃপা ও কালের পরিক্রমায় আজ বাংলাদেশ মণ্ডলীতে স্থানীয় যাজক ও ব্রতধারী-ধারিণীতে প্রায় পরিপূর্ণ। বাংলাদেশের ছ'টি ধর্মপ্রদেশ একদিকে বাণীপ্রচারের ফসল, আবার অন্যদিকে সারা বাংলাদেশে তারা বাণী প্রচারে কেন্দ্র হয়ে রয়েছে। প্রতিটি ধর্মপ্রদেশ যেন এক একটি 'যীশুর গল্প' হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে আবার একটি ধর্মপ্রদেশ 'যীশুরই গল্প' বলে যাচ্ছে। মঙ্গলবাণী প্রচার ছাড়া মণ্ডলীর অস্তিত্ব ও বৃদ্ধির কথা কল্পনাই করা যায় না। কারণ বৈশিষ্ট্যগতভাবেই মণ্ডলী হল প্রচারধর্মী। সেই ক্ষেত্রে প্রেরিতশিষ্যেরা হলেন আমাদের আদর্শ। বিশেষভাবে সাধু পল হলেন আমাদের জন্য জ্বলন্ত উদাহরণ। তাই স্থানীয় যাজক ও ব্রতধারী-ধারিণীগণ বাংলাদেশ মণ্ডলীতে প্রচার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। প্রচারের পরবর্তী ফলই দীক্ষা। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানীয় যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীরা সেই কাজটিই করে চলেছেন। বিশেষভাবে দুর্গম, প্রত্যন্ত অঞ্চলে (পার্বত্য অঞ্চল, সিলেট অঞ্চল, উত্তরবঙ্গ) স্থানীয় যাজক ও ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ বাণী প্রচার করে যাচ্ছেন। যার ফলে প্রতি বছরই বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর লোক ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা খ্রীষ্টের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন এবং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিচ্ছেন। যে সমস্ত স্থানে বাণী প্রচার করা বহু আগে থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ সেই সমস্ত স্থানেও স্থানীয় যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীরা সরাসরি বাণী প্রচার করে যাচ্ছেন। বিশেষভাবে খ্রীষ্টের কথা, তাঁর কাজ ও মণ্ডলীর শিক্ষাদানে মধ্য দিয়ে একাজ তারা করে চলেছেন। যেখানে একান্তই সম্ভব নয় সেই সমস্ত স্থানে তারা স্থানীয় জনগণ বা কাটেখিষ্টদের মধ্য দিয়ে বাণী প্রচারের কাজ করে যাচ্ছেন। তাই আমরা বলতে পারি, স্থানীয় যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীরা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে মঙ্গলবাণী প্রচারের সাথে জড়িত ও সেইক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর বীজ বপনকারী : সাধু পল করিন্থীয়দের কাছে তাঁর পত্রে লিখেছেন, 'আমি না হয় পুঁতে দিয়েছি বীজ, আর আপল্লোস তাতে দিয়েছে জল, গাছটিকে কিন্তু ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলেছেন স্বয়ং ঈশ্বর' (১করি ৩:৬)। সুতরাং 'যিনি গাছটিকে বাড়িয়ে তোলেন সেই স্বয়ং ঈশ্বরই সবকিছু' (১করি ৩:৭খ)। 'আসলে এই কাজে আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের সহকর্মী' (১করি ৩:৯ক)। প্রেরণকর্মীগণ ও ফাদার, ব্রাদার ও ব্রতধারী-ব্রতধারিণীরা ঈশ্বরের সহকর্মী হয়ে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে মানুষের অন্তরে বিশ্বাসের বীজ বপন করেন। সেই সাথে তাদের যত্ন নিয়ে থাকেন। ...

বাণী প্রচারে কাটেখিষ্টদের প্রেরণ কাজ

দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা সবাই মণ্ডলীতে এক একজন প্রেরণকর্মী হয়ে উঠি। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর বারজন শিষ্যকে সংসারের মাঝে প্রেরণ করেছেন, যেন জগতের সব মানুষ পরিত্রাণ পায়। তিনি আমাদেরও এই প্রেরণকাজে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান করছেন। এই ডাকে নারী-পুরুষ সবাই আহূত। যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণীর মত 'কাটেখিষ্ট'ও মণ্ডলীতে একটি বিশেষ আহ্বান। কাটেখিষ্টদের উপর ন্যস্ত থাকে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন দায়িত্ব কর্তব্য। তিনি হলেন একাধারে একজন শিক্ষক, বাণী প্রচারক, খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যদাতা, সমাজ সংগঠক, একজন আধ্যাত্মিক ও প্রার্থনাশীল ব্যক্তি। তাঁর প্রচার কাজের মধ্য দিয়ে সমগ্র মণ্ডলী সজীব হয়ে উঠে। সাধু পল ইহুদী-অনিহুদীদের খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে দীক্ষিত করার লক্ষ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। খ্রীষ্টের যাতনা ভোগ, ক্রুশে মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থানের বার্তা প্রচার করেছেন। "আমি যে মঙ্গলসমাচার প্রচার করি, আমার তাতে গর্ব করার কিছু নেই, কেননা তা প্রচার না করে আমি পারি না" (১করি ৯:১৬ক)। তিনি বাণী প্রচারে কখনো গর্ববোধ করেন নি। সাধু পলের ন্যায় কাটেখিষ্টগণও মণ্ডলীতে একই কাজ করে যাচ্ছেন। এজন্য মণ্ডলীতে কাটেখিষ্টদের ভূমিকা ও গুরুত্ব রয়েছে।

খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত সেবক ও সত্যের সাধক : খ্রীষ্টের বাণী সত্যময় বাণী। প্রভু যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণ জগতের কাছে সেই সত্যময় বাণী ঘোষণা করেছেন। খ্রীষ্টের জন্য নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। তাই খ্রীষ্টের ইচ্ছানুযায়ী কাথলিক মণ্ডলী হচ্ছে, সত্যের শিক্ষক। মণ্ডলীর কর্তব্য হল খ্রীষ্টরূপ সত্যকে প্রচার করা ও অধিকারসহ তা শিক্ষা দেয়া। কাটেখিষ্ট খ্রীষ্টের একজন শিষ্য হয়ে এই সত্য জ্ঞানে বেড়ে উঠেন। বিশ্বস্ত সেবক হয়ে ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে যারা অসুস্থ, দুঃখ-ভারাক্রান্ত, যারা নিঃসঙ্গ, নির্বাসিত, অত্যাচারিত তাদের পাশে দাঁড়ায়। তাদের জীবনের জন্য যা করা প্রয়োজন, কাটেখিষ্টগণ তাই করার

চেষ্টা করেন।

অখ্রীষ্টানদের সাথে সংলাপ ও খ্রীষ্টকে প্রচার :

মণ্ডলীর বাণী প্রচারকর্মের অন্যতম মাধ্যম হল সংলাপ। বর্তমানে খ্রীষ্টকে প্রচারের একটি পন্থা হল সংলাপ। অন্য ধর্মাবলম্বী ভাইবোনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলা কাথলিক মণ্ডলীর একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্মের লোক বসবাস করে। এর মধ্যে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। ধর্মপল্লীর আশেপাশে বেশীরভাগে লোকজনই মুসলমান বা হিন্দু। তাদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে হলে অবশ্যই সংলাপ প্রয়োজন। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পর থেকে মণ্ডলীতে নব যুগের সূচনা হয়েছে। বিশেষ করে অখ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী ভাইবোনদের সাথে সংলাপ। পোপ ৬ষ্ঠ পল বলেন, খ্রীষ্টমণ্ডলী মনে করে খ্রীষ্টের রহস্যাবৃত সত্যের ঐশ্বর্য এই বিশাল জনগণের জানার অধিকার আছে। কাটেখিষ্টগণ সংলাপের মধ্য দিয়ে অখ্রীষ্টান ভাইবোনদের কাছে খ্রীষ্টের আদর্শকে তুলে ধরেন।

স্থানীয় মণ্ডলীর বিস্তার ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি : বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলী দিন দিন সক্রিয়তায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকায় বা নব্যগঠিত ধর্মপল্লীতে সাধারণ জনগণের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, মানসিক দিক দিয়ে উৎকর্ষ লাভ ও তাদের মণ্ডলীতে, তাদের সক্রিয়তার বিকাশ ঘটানোর জন্য মণ্ডলীতে প্রেরণকর্মীরা কাজ করে যাচ্ছেন।

পরিবারের ভাঙ্গনরোধ : সমাজের পরিবারগুলো আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। সামান্য ভুল বোঝাবুঝির জন্য পরিবারে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। একজন প্রেরণকর্মী নিয়মিতভাবে এই ধরনের পরিবারগুলোতে প্রার্থনা, সংলাপ, পরিদর্শন করার মধ্য দিয়ে পরিবারের ভাঙ্গন রোধ করেন, সেখানে খ্রীষ্টের শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন।

খ্রীষ্টমণ্ডলীতে ঐক্য বৃদ্ধি : খ্রীষ্টমণ্ডলীতে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাগ, যেমন প্রটেস্টান্ট মণ্ডলী, কাথলিক মণ্ডলী ইত্যাদি। সবাই একই খ্রীষ্টের অনুসারী। সংলাপের সাহায্যে এই দূরত্ব দূর করা যেতে পারেন। এক্ষেত্রে একজন প্রেরণকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

নতুন প্রেরণ ক্ষেত্র সৃষ্টি : কাটেখিষ্টগণ বাণী প্রচারের জন্য নতুন প্রেরণক্ষেত্র সৃষ্টি করতে মণ্ডলীতে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে যাচ্ছেন। 'চল, আমরা বরং অন্য কোথাও , আশে পাশের গ্রাম-গঞ্জেই যাই, যাতে সেখানেও বাণী প্রচার করতে পারি; আমি তো সেজন্যেই বেরিয়ে পড়েছি' (মার্ক ১:৩৮)। যারা পালকবিহীন মেষের মত, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাদেরকে শুনিয়েছেন আশার বাণী। তেমনিভাবে কাটেখিষ্টদের একটি জায়গায় বসে থাকলে চলবে না। যারা এখনো খ্রীষ্টের বাণী শুনতে পায়নি, তারা সেখানেও যেতে পারেন। এছাড়া বর্তমান ও ভভিষ্যতে খ্রীষ্টমণ্ডলীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাটেখিষ্টের প্রয়োজন আছে।

উপসংহার

পরিশেষে বলতে পারি যে, প্রেরিত শিষ্য পল ছিলেন মণ্ডলীর অন্যতম সফল বাণীপ্রচারক। তিনি তাঁর জীবনে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টকে অভিজ্ঞতা করেছেন এবং খ্রীষ্টকে ধারণ করেছেন। আর খ্রীষ্টকে নিজের জীবন বাস্তবতা দিয়ে প্রচার করেছেন। তিনি যখন যেখানে গিয়েছেন সেখানে সেইমতোই খ্রীষ্টীয় আদর্শ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। সাধু পল তাঁর নিজের জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের বুঝাতে চেয়েছেন, খ্রীষ্টই আমাদের জীবনের ভিত্তি। প্রভু যীশু খ্রীষ্টই হচ্ছেন, মণ্ডলীর মস্তক– যাঁকে আশ্রয় করে সমগ্র মণ্ডলী আজ পূর্ণ দলে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত। তিনি নিজেই তাঁর দেহরূপ মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রথমে প্রেরিত শিষ্যদের এবং পরে তাঁদের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বজনীন মণ্ডলীকে প্রেরণকার্যের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন। মাণ্ডলিক প্রেরণকার্যের ইতিহাসে যিনি পরিত্রাণদায়ী ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি হচ্ছেন খ্রীষ্টের প্রেরিতদূত সাধু পল। তিনি নিজেই ছিলেন একজন উদ্যমী বাণীপ্রচারক ও সমস্ত প্রেরণকর্মীদের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ। সাধু পলের ন্যায় খ্রীষ্টভক্তদের বিবেকও সুতীক্ষ্ণ ও সুকোমল হওয়া উচিত 'মঙ্গলবাণী প্রচারের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে, ধিক্ আমাকে, যদি আমি তা প্রচার না করি। এই দায়িত্ব আমাদের হাতে রয়েছে বলেই' মণ্ডলীর প্রৈরিতিক কার্য সম্পর্কে নির্দেশনামা ১৩ অনুচ্ছেদ বলে : 'যেখানেই ঈশ্বর খ্রীষ্টের মুক্তি রহস্য ঘোষণার দ্বার অবারিত করেছেন সেখানেই সকল মানুষের কাছে ঈশ্বর এবং যাঁকে তিনি মুক্তির উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন সেই যীশু খ্রীষ্টকে সাহসের সঙ্গে এবং বিশ্বস্তভাবে ঘোষণা করতে হবে'।